DEC. 08 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তিযুদ্ধ ও শিশু

'টার্গেট রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলো'। 'ভর্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রে হাজার হাজার শিশু' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে গত মঙ্গলবারে একটি সহযোগী দৈনিকে। রণক্ষেত্র-ই বটে। ভিকারুন্নেসা নূন স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ৬০০ আসনের জন্য নাকি চলতি বছর ১২ হাজার শিশুকে ভর্তিযুদ্ধে অংশ লইতে হইবে। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলসহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী স্কুলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। এককেটা স্কুল যেন রূপ নিয়াছে সংশ্লিষ্ট শিশুদের জন্য এককেটা রণক্ষেত্রে।

সরকারী হিসাব মতে ঢাকা মহানগরীতে সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কিন্ডার গার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, এনজিওদের স্কুল ইত্যাদি মিলাইয়া সহস্রাধিক স্কুল আছে। কিন্তু এইসব স্কুলের খুব কমই তথাকথিত 'ভাল স্কুল'। সরকারী স্কুলগুলি এবং কিছু সংখ্যক বেসরকারী স্কুল অভিভাবকদের নিকট 'ভাল স্কুল'। অধিকাংশ অভিভাবক চান নিজ নিজ সন্তানকে ভাল স্কুলের কোনো একটিতে ভর্তি করাইতে। এই কারণেই প্রতিবছর স্কুলে প্রবেশের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা ভাল স্কুলে ভর্তি করাইবার লক্ষ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কোমলমতি শিশু সন্তানদের তাহারা যথাসম্ভব তৈরি করেন ভর্তি পরীক্ষার জন্য। ভাল স্কুলগুলি স্বাভাবিকভাবেই রূপ নেয় 'রণক্ষেত্রে'।

শিক্ষা দেশের সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইহা সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত। সেই অনুসারে নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার পর কোনো শিশুর স্কুলে প্রবেশের পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকাই উচিত। শিশু শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষাকে অনেকে প্রতিবন্ধক মনে করেন; মনে করেন ইহাতে শিশুর অধিকার নষ্ট হয়, শিশুর উপর অবাঞ্ছিত চাপ প্রয়োগ করা হয়। আবার কেহ কেহ তাহা মনে করেন না। তাহাদের যুক্তিঃ যখন কোনো স্কুলের নির্দিষ্ট আসনের চাইতে বেশী শিশু ভর্তি হইতে চাহিবে তখন ভর্তি পরীক্ষার মতো একটা ব্যবস্থা তো করিতেই হইবে।

আপাতত এই বিতর্কে আমরা লিপ্ত হইব না। আমরা শুধু ফি বছর শিশুদের ভর্তিযুদ্ধে নামিতে বাধ্য করার জন্য স্কুলগুলিকে দায়ী করিব, দায়ী করিব একশ্রেণীর অভিভাবকের মন-মানসিকতাকেও। রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলেই লেখাপড়ার মান ভাল না। লেখাপড়ার মান ভাল নয় মানে স্কুলগুলি 'ভাল স্কুল' নয়। আমরা বলিব, 'ভাল স্কুল' আর 'খারাপ স্কুল'–এই বিভাজনই আসলে কোমলমতি শিশুদের ভর্তিযুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য করে। আর এই বিভাজনের জন্য দায়ী যেমন স্কুলগুলি, তেমনি দায়ী অভিভাবকরা। রাজধানীতে এমন অনেক স্কুল আছে যেগুলি স্রেফ ভালো ছাত্র-ছাত্রী পাইলে 'ভাল স্কুল' হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়া যাইবে অনায়াসেই। এইসব স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ভাল, শিক্ষকরা ভাল। শুধু ভাল তথা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে এসব স্কুলের রেজাল্ট ভাল হয় না। আমরা মনে করি স্বীকৃত ভাল স্কুলের পেছনে না দৌড়াইয়া অভিভাকদের উচিত এইসব স্কুলের সন্ধান করিয়া সন্তানদের ভর্তি করানো। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আমরা সকল স্কুলে লেখাপড়ার মান অন্তত একটা ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান একটি ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নীত হইলে ওই ভাল ও খারাপ-এর বিভাজনটা তেমনভাবে থাকিবে না। যতদূর জানি, রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে ভাল শিক্ষকের অভাব, দক্ষ ম্যানেজমেন্টের অভাব। এমন তো হইবার কথা নহে। বেসরকারী স্কুলগুলির বেতনের প্রায় পুরোটাই সরকার দিয়া থাকেন। অথচ সরকারী স্কুলগুলির লেখাপড়ার মান ভাল হইলেও অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলের লেখাপড়ার মান যাচ্ছেতাই। ইহার কারণ কী? কারণগুলি জানিয়া দূর করা দরকার।

রাজধানীর দুই একটি ভাল স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ভাল স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় বা ইতোমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছে। স্কুলে ভর্তির জন্য স্বীকৃত নিয়ম আছে। সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে আছে সরকার নির্ধারিত নিয়ম। বেসরকারী স্কুলসমূহে উহাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি থাকিলেও তাহা সরকার নির্ধারিত নিয়ম-নীতি নিরপেক্ষ নয়। আশাকরি, নিয়মনীতি অনুসারে সকল স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবছরই সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলিতে কমবেশী অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। জোর তদ্বির থাকিলে কোনো কোনো সরকারী স্কুলে নাকি নিয়ম-নীতির বাহিরেও ভর্তি হওয়া যায়। একইভাবে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে ছেলে মেয়েকে অনেক নামী স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব বলিয়াও অভিযোগ কম নয়। স্কুলগুলির ভর্তি প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মাস্তানদের প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টার খবরও মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এসবই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর। অনিয়ম ও দুর্নীতি সকল সময়, সকল ক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্মূল করার দায়িত্ব যথাযথ কর্তৃপক্ষের। আশাকরি, রাজধানীর স্কুলগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া যাহাতে সুষ্ঠুভাবে ও নিয়মনীতির মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে সংশ্লিষ্ট সকলে সজাগ থাকিবেন।